দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 03 AUG 1986
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৩

139

পরীক্ষা পদ্ধতি প্রসঙ্গে

03 AUG 1986

শেখ মোহাম্মদ মুজিবুর রহমান

ভ্রান্নকতা যেমন সিলেবাস থেকে বেছে বেছে প্রশ্ন প্রণয়ন করেন, ছাত্র-ছাত্রীগণও তেমনিভাবে বেছে বেছে পড়ে থাকে। যাদের বাছনী থেকে পরীক্ষায় প্রশ্ন আসে তারা পরীক্ষায় ভাল নম্বর পায়। আর যাদের বাছনী থেকে পরীক্ষায় প্রশ্ন আসে না তারা কম নম্বর পেয়ে পরীক্ষায় অকৃতকার্য হয়, বা কোন রকমে কৃতকার্য হয়। যদি পরীক্ষায় প্রশ্ন বাছনী থেকে পড়ে যায় তাহলে কম পড়েও পরীক্ষায় ভাল করে যায়।

বর্তমানে বাংলাদেশে প্রতি বছর প্রায় তিন লাখ ছাত্র-ছাত্রী এস, এস., সি, পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে থাকে। এই তিন লাখ পরীক্ষার্থীর উত্তরপত্র পরীক্ষণের জন্য বহু সংখ্যক পরিক্ষক নিয়োগ করতে হয়। কারণ দীর্ঘ রচনামূলক প্রশ্নের উত্তর দীর্ঘ বিধায় একজন পরীক্ষককে সাধারণতঃ তিনশ উত্তর পত্রের অধিক্ উত্তরপত্র পরীক্ষণের জন্য দেওয়া হয় না। এত অধিক সংখ্যক পরীক্ষক দিয়ে উত্তরপত্র পরিমাপ করার ফলে পরীক্ষার নির্ভরযোগ্যতা কম হওয়াই স্বাভাবিক।

শিক্ষার্থীদের জ্ঞান, বুদ্ধি, দৃষ্টিভঙ্গী এক কথায় আচরণের বাঞ্ছিত পরিবর্তন মূল্যায়নের প্রচলিত পদ্ধতিগুলির অন্যতম হচ্ছে পরীক্ষা। পরীক্ষ, প্রধানতঃ দুই প্রকার— লিখিত ও মৌখিক। খাতা-কলমের সাহায্যে যে পরীক্ষা দেওয়া বা নেওয়া হয় তাকে লিখিত পরীক্ষা বলে। লিখিত পরীক্ষা বহু ধরনের হতে পারে। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য দীর্ঘ রচনামূলক, সংক্ষিপ্ত রচনামূলক ও নৈর্ব্যক্তিক।

যে সকল পরীক্ষায় শিক্ষার্থীগণের সীমিত সংখ্যক প্রশ্ন নির্বাচন করে রচনা আকারে সংক্ষিপ্ত বা বিস্তারিতভাবে এবং স্বাধীনভাবে পরীক্ষকের প্রত্যেকের দ্বারা একটি দীর্ঘ রচনামূলক ও একটি সংক্ষিপ্ত রচনামূলক প্রশ্নের উত্তরপত্র পরিমাপ করিয়ে নেওয়া হয়। দীর্ঘ রচনামূলক প্রশ্নের উত্তরপত্র ৩০ জন বোর্ডের পরীক্ষক ও ৩০ জন বিষয় শিক্ষক কর্তৃক প্রদত্ত মানের পরিসংখ্যানিক বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে, বোর্ডের পরীক্ষকগণ কর্তৃক প্রদত্ত সর্বনিম্নমান ৪১ এবং সর্বোচ্চ মান ৬৭, পরিসর ২৬, গড় মানাঙ্ক ৫৬.২৬ এবং আদর্শ বিচ্যুতি ৬.৯৫।

একই উত্তরপত্রে অর্থাৎ দীর্ঘ রচনামূলক প্রশ্নের উত্তরপত্রে বিষয় শিক্ষক কর্তৃক প্রদত্ত সর্বনিম্নমান ৪০, সর্বোচ্চ মান ৮৩, ব্যাপ্তি ৪৩, গড় মানাঙ্ক ৫৫.৮৬ এবং আদর্শ বিচ্যুতি ৯.৩৫। এতে দেখা যায় যে, দীর্ঘ রচনামূলক উত্তর পত্রে বিভিন্ন পরীক্ষক কর্তৃক দেয় মানের তারতম্য উল্লেখযোগ্য।

সংক্ষিপ্ত রচনামূলক প্রশ্নের উত্তর পত্রে

মূল্যায়ন শিক্ষার একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। আদি যুগ থেকেই মানুষ বিভিন্নভাবে তার শিক্ষার মূল্যায়ন করে আসছে। এই উপমহাদেশে বৃটিশ শাসনামলে যে সকল সীমিতসংখ্যক শিক্ষার্থী শিক্ষার সুযোগ পেত তাদেরকে দীর্ঘ রচনামূলক পরীক্ষার মাধ্যমে মূল্যায়ন করা হত। বর্তমান বাংলাদেশ সৃষ্টির পরও শিক্ষার বিভিন্ন পর্যায়ে প্রচলিত বহিঃপরীক্ষার স্বরূপ বদলায়নি, অতীতের সেই দীর্ঘ রচনামূলক প্রশ্নপত্রের মাধ্যমেই পরীক্ষা নেয়া হচ্ছে। ১৯৭৪ সালের শিক্ষা কমিশন রিপোর্টে বিভিন্ন পরীক্ষা পদ্ধতির কথা বলা হয়েছে— যেমন "(ক) আন্তঃপরীক্ষা ও বহিঃপরীক্ষা, (খ) লিখিত, মৌখিক ও ব্যবহারিক পরীক্ষা, (গ) রচনামূলক ও অবজেকটিভ পরীক্ষা, (ঘ) ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত পরীক্ষা, (ঙ) কার্যনির্ভর পরীক্ষা, (চ) সফলতা, প্রবণতা, বুদ্ধি, আগ্রহ ও ব্যক্তিত্ব পরিমাপের পরীক্ষা এবং উপরে উল্লিখিত কয়েকটি পদ্ধতির সমন্বয়ে গঠিত পদ্ধতির পরীক্ষা"।

দেশে নতুন শিক্ষাক্রম চালু হয়েছে। এই শিক্ষাক্রম প্রবর্তনের সাথে সাথে একটি বিশ্বস্ত, নির্ভরযোগ্য ও স্বল্প ব্যয় সাপেক্ষ পরীক্ষা পদ্ধতির উদ্ভাবন করার প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। এ ব্যাপারে শিক্ষার নিম্নস্তর থেকে শুরু করে উচ্চ স্তর পর্যন্ত শিক্ষার ব্যাপারে আগ্রহী সকলেই চিন্তা-ভাবনা করছেন। বর্তমানে সরকারও পরীক্ষা পদ্ধতি পরিবর্তনের উপর বেশ গুরুত্ব আরোপ করেছেন। কারণ শিক্ষার্থীর শিক্ষাগত উন্নতির মান নিরূপণ করা যে কোন শিক্ষা ব্যবস্থার একটি অবিচ্ছিন্ন অংশ। শিক্ষার্থীর মান নির্ণয়ে পরীক্ষা ও মূল্যায়ন পদ্ধতিই উৎকৃষ্ট হাতিয়ার। মূল্যায়নের মাপকাঠি যদি সঠিক না হয় বা সঠিকভাবে ব্যবহৃত না হয় বা মাপকাঠিতে কোনরকম ত্রুটি প্রতিলক্ষিত হয় তাহলে শিক্ষার্থীর মান যাচাইও সঠিক হয় না, ফলে দেখা দেয় নানান অসুবিধা। তাই স্বাভাবিকভাবেই শিক্ষা ও শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়নে মূল্যায়ন পদ্ধতির উন্নয়নও একটি প্রধান বিবেচ্য বিষয়।

অতীতে আমাদের স্কুল-কলেজে পরীক্ষা প্রধানতঃ পাস, ফেল, মেধা নির্ণয়, কোন্ বিষয় কতটুকু আয়ত্ত হল, বৃত্তি প্রদান ইত্যাদি উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হত। বর্তমানে এই উদ্দেশ্যের পরিসর আরো অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। যেমন— (১) শিক্ষকের শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যাবলী কতটুকু সফল হয়েছে তা নির্ণয় করা, (২) শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচী সামাজিক প্রয়োজনের উপযোগী হয়েছে কিনা তা নির্ণয় করা, (৩) শিক্ষাদান ও শিক্ষাগ্রহণের অসুবিধাসমূহ নির্ণয় করা এবং সেগুলি দূরীকরণের ব্যবস্থা নেওয়া, (৪) শিক্ষার্থীগণকে জ্ঞানলাভে অধিকতর পরিশ্রমে উৎসাহিত করা এবং (৫) নির্দেশনা ও পরামর্শদানে সহায়তা করা।

বর্তমানে আমাদের দেশে প্রচলিত পহিঃপরীক্ষা পদ্ধতির মাধ্যমে মূল্যায়নের উপরিউক্ত উদ্দেশ্য ব্যর্থ হচ্ছে বলে অনেকে অভিমত ব্যক্ত করেছেন। অনেকে আবার এই পদ্ধতি তুলে দিয়ে নতুন পদ্ধতি পর্বতনের কথাও বলেছেন। এও বলতে শুনা যাচ্ছে যে, বর্তমানে প্রচলিত রচনামূলক পরীক্ষা পদ্ধতির কারণেই পরীক্ষার গোপনীয়তা রক্ষা পাচ্ছে না। প্রশ্নপত্র ও ফলাফল সবই ফাঁস হয়ে যাচ্ছে। বহুসংখ্যক ছাত্র-ছাত্রী বহিঃপরীক্ষায় ফেল করে এবং পরীক্ষা গ্রহণ ও ফল প্রকাশনার মধ্যে কয়েক মাস সময় লেগে যায়। ফলে ছেলেমেয়েদের মূল্যবান সময় নষ্ট হয়। সম্প্রতি পরীক্ষা হলের ভেতরে ও বাইরে দুর্নীতি পাকাপাকি আসন গেড়েছে। এতে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও আমাদের শিক্ষার মান ও মর্যাদা ক্ষুণ্ন হচ্ছে। কাজেই পরীক্ষার ফেরে এ সকল ত্রুটি দূরীকরণের বর্তমান পরীক্ষা পদ্ধতির পরিবর্তন অপরিহার্য হয়ে পড়েছে।

দীর্ঘ রচনামূলক পরীক্ষা পদ্ধতির মাধ্যমে পরীক্ষায় কৃতকার্য ছাত্র-ছাত্রীর ভাগ্যের উপর অনেকটা নির্ভর করে। দীর্ঘ রচনামূলক প্রশ্নের উত্তর দীর্ঘ হওয়ায় প্রশ্নকর্তাকে সিলেবাস থেকে বেছে বেছে নির্দিষ্ট সংখ্যক প্রশ্ন প্রণয়ন করতে হয়। ফলে সিলেবাসের বেশীর ভাগ অংশ প্রশ্নের আওতার বাইরে থেকে যায়।

উত্তর পত্রের নির্ভরযোগ্যতা নির্ণয়ের জন্য— ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউটের এম এড কোর্সের আংশিক চাহিদা পূরণার্থে ডঃ ছিদ্দিকুর রহমান-এর নির্দেশনায় "দীর্ঘ ও সংক্ষিপ্ত রচনামূলক প্রশ্নপত্র দ্বারা গৃহীত পরীক্ষার উত্তর পত্র পরিমাপে পরীক্ষক ভেদে তারতম্য" শীর্ষক একটি গবেষণা চালানো হয়। এই গবেষণার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল—

১। প্রচলিত দীর্ঘ রচনামূলক প্রশ্নপত্র দ্বারা গৃহীত এস, এস, সি, পরীক্ষায় ভূগোল বিষয়ের একটি উত্তরপত্র পরিমাপে পরীক্ষক ভেদে তারতম্য ঘটে কিনা তা যাচাই করা।

২। ভূগোল বিষয়ে সংক্ষিপ্ত রচনামূলক প্রশ্নপত্রের মাধ্যমে গৃহীত এস, এস, সি, পর্যায়ের ভূগোল বিষয়ের একটি উত্তরপত্র পরিমাপে পরীক্ষক ভেদে তারতম্য ঘটে কিনা তা যাচাই করা।

৩। পরীক্ষক ভেদে দীর্ঘ রচনামূলক পরীক্ষায় উত্তরপত্র পরিমাপের তারতম্যের সাথে সংক্ষিপ্ত রচনামূলক পরীক্ষার উত্তরপত্র পরিমাপের তারতম্যের তুলনা করা।

৪। দীর্ঘ ও সংক্ষিপ্ত রচনামূলক প্রশ্নপত্রের কোনটিতে সিলেবাসের সম্পূর্ণ অংশ বা বেশীর ভাগ অংশ হতে প্রশ্ন রাখা সম্ভব এবং কোন প্রশ্নপত্রের উত্তর সিলেবাসের অধিক অংশে সীমাবদ্ধতা বর করা।

মাধ্যমিক স্তরের আবশ্যিক বিষয়ের মধ্যে ভূগোল অন্যতম। এস, এস, সি, পরীক্ষায় দীর্ঘ রচনামূলক প্রশ্নপত্রের মাধ্যমে যে সকল বিষয়ে পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয় ভূগোল এগুলির মধ্যে অন্যতম। সেজন্য অধিক বর্ণনামূলক বিষয় ভূগোলের দীর্ঘরচনামূলক প্রশ্ন পত্র এবং সংক্ষিপ্ত রচনামূলক প্রশ্নপত্রের মাধ্যমে গৃহীত পরীক্ষার উত্তরপত্র পরীক্ষকভেদে পরিমাপে তারতম্য যাচাইয়ের জন্য বিষয়টিকে গবেষণার জন্য নির্বাচন করা হয়।

ঢাকা ও যশোর মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের এস, এস, সি, পরীক্ষায় ভূগোল বিষয়ের পরীক্ষকগণের মধ্য হতে ঢাকা শহরে অবস্থানরত ৩০ জন পরীক্ষক এবং ঢাকা শহরের বিভিন্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের নবম-দশম শ্রেণীতে ভূগোল পড়ান এবং যথেষ্ট অভিজ্ঞতাসম্পন্ন মোট ৩০ জন শিক্ষককে পরীক্ষক হিসাবে নির্বাচন করা হয়।

ঢাকা বোর্ড থেকে সংগৃহীত ১৯৮৩ সালের এস, এস, সি, পরীক্ষার ভূগোল প্রশ্ন পত্র এবং গবেষক কর্তৃক প্রণীত সংক্ষিপ্ত রচনামূলক প্রশ্নপত্রের মাধ্যমে ১৯৮৪ সালের এস, এস, সি, পরীক্ষার্থী মোট ২৩ জন ছাত্র-ছাত্রীর পরীক্ষা গ্রহণ করা হয়। দুই পদ্ধতির দুইটি উত্তরপত্র নিয়মানুযায়ী বাছাই করে গবেষকের নিজের হাতে অবিকল নকল করে সাইক্লোষ্টাইল-এর মাধ্যমে প্রতিটি ৬০ কপি প্রস্তুত করা হয়। বোর্ডের প্রশ্ন পত্র দ্বারা গৃহীত উত্তরপত্রটির সাথে বোর্ড থেকে সংগৃহীত উত্তরপত্র পরীক্ষণের নির্দেশনা এবং প্রশ্ন পত্র সংযোজন করা হয়। অনুরূপভাবে সংক্ষিপ্ত রচনামূলক পরীক্ষার উত্তরপত্রের সাথে সংক্ষিপ্ত রচনামূলক প্রশ্ন পত্র এবং প্রশ্নের সঠিক উত্তরপত্র ও পরীক্ষকের প্রতি নম্বর প্রদানের নির্দেশনা সংযোজন করে নির্বাচিত ৩০ জন বোর্ডের পীরক্ষক ও ৩০ জন বিষয় শিক্ষক কর্তৃক প্রদত্ত মানের পরিসংখ্যানিক বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে, বোর্ডের পরীক্ষকগণ কর্তৃক প্রদত্ত সর্বনিম্নমান ৭১ এবং সর্বোচ্চ মান ৮১, ব্যাপ্তি ১০, গড় মানাঙ্ক ৭৫.৪৩ এবং আদর্শ বিচ্যুতি ৩.০০। বিষয় শিক্ষক কর্তৃক দেয় সর্বনিম্ন মান ৭২ এবং সর্বোচ্চ মান ৮১, ব্যাপ্তি ৯, গড় মানাঙ্ক ৭৬.২৩ এবং আদর্শ বিচ্যুতি ২.২৭। এতে দেখা যায় যে, সংক্ষিপ্ত রচনামূলক প্রশ্নের উত্তর পত্রেও বোর্ডের নিরীক্ষক এবং বিষয় শিক্ষক এই উভয় দল কর্তৃক দেয় মানে তারতম্য ঘটে।

উপরিল্লিখিত পরিসংখ্যান হতে স্পষ্ট প্রতিয়মান হয় যে, দীর্ঘ রচনামূলক পরীক্ষার উত্তরপত্রে বিভিন্ন পরীক্ষক কর্তৃক পৃদত্ত নম্বরের পরিসরের তুলনায় অনেক বেশী। পরিসংখ্যানে দেখা যাচ্ছে যে, এতে সংক্ষিপ্ত রচনামূলক পরীক্ষার উত্তরপত্রে বিভিন্ন পরীক্ষক কর্তৃক পরীক্ষার চেয়ে নম্বর বেশী উঠে।

সংক্ষিপ্ত ও দীর্ঘ রচনামূলক প্রশ্নপত্র, দুইটি সিলেবাসের সাথে সঠিকভাবে বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে, সংক্ষিপ্ত রচনামূলক প্রশ্নপত্রের মাধ্যমে সিলেবাসের সম্পূর্ণ অংশ থেকে প্রশ্ন রাখা সম্ভব হয়েছে। অর্থাৎ সিলেবাসের শতকরা একশ ভাগ থেকেই প্রশ্ন রাখা হয়েছে। পক্ষান্তরে দীর্ঘ রচনা মূলক প্রশ্নপত্রের মাধ্যমে সিলেবাসের ৪৩.৪৮% অংশ থেকে প্রশ্ন রাখা সম্ভব হয়েছে। সংক্ষিপ্ত রচনামূলক প্রশ্নপত্রে ৭০টি প্রশ্নের মধ্যে ৪৫ টি প্রশ্নের উত্তর দিতে বলা হয়েছে। অর্থাৎ সম্পূর্ণ সিলেবাসের ৪৫/৭০ অংশ অর্থাৎ ৬৪.২৮ % উত্তর সীমাবদ্ধ।

এক্ষেত্রে সিলেবাসের অর্ধাংশেরও বেশী মূল্যায়নের আওতায় আনা হয়েছে। পক্ষান্তরে দীর্ঘ রচনামূলক প্রশ্নপত্রে ২০টি প্রশ্নের মধ্যে ১০টি প্রশ্নের উত্তর দিতে বলা হয়েছে। অর্থাৎ দীর্ঘ রচনামূলক প্রশ্নপত্রের মাধ্যমে সম্পূর্ণ সিলেবাসের ২১.৭৪ % অংশে উত্তর সীমাবদ্ধ। এক্ষেত্রে সিলেবাসের এক-চতুর্থাংশেরও কম মূল্যায়নের আওতায় আনা সম্ভব হয়েছে।

উল্লিখিত গবেষণার আলোকে পরীক্ষা পদ্ধতির উন্নয়নকল্পে কয়েকটি সুনির্দিষ্ট সুপারিশ রাখা হল।। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছেঃ

(ক) আন্তঃ ও বহিঃপরীক্ষায় দীর্ঘ রচনামূলক, সংক্ষিপ্ত রচনামূলক, নৈর্ব্যক্তিক, মৌখিক ও ব্যবহারিক ইত্যাদি বিজ্ঞান সম্মত বিভিন্ন পদ্ধতির ব্যবহার করা যেতে পারে। এতে শিক্ষার্থীদের মধ্যে বৈচিত্র্য আসবে।

(খ) পরীক্ষকগণের পরীক্ষা সংক্রান্ত ব্যাপারে সংক্ষিপ্ত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

(গ) আদর্শকৃত অভীক্ষার মাধ্যমে মূল্যায়নের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন।